১০০

ভোরের কাগজ

তারিখ ...JAN. 26.1999 ... ...
পৃষ্ঠা: ৩২ কলাম ৭......

জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসায় হরকাতুল জেহাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সিআইডি প্রায় নিশ্চিত

চট্টগ্রাম অফিস : নগরীর একটি মাদ্রাসায় মৌলবাদী সশস্ত্র সংগঠন হরকাতুল জেহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য তদন্তে ঢাকা থেকে আগত সিআইডির একটি টিম চট্টগ্রামে তদন্ত চালাচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, সিআইডি তাদের প্রাথমিক তদন্তে অনেকটা নিশ্চিত যে, বিদেশী অর্থ সাহায্যে পরিচালিত লালখানবাজারের পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ঐ মৌলবাদী গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সিআইডি টিম চট্টগ্রামের আরো কয়েকটি মাদ্রাসাসহ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত চালাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

মৌলবাদী সংগঠন 'হরকাতুল জেহাদে'র ঢাকায় আটককৃত সদস্যদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার মুন্সী আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি টিম গতকাল ঐ মাদ্রাসায় ঢুকে একটি সাইনবোর্ড, কিছু ম্যাগাজিনসহ আরো কিছু প্রচারপত্র সংগ্রহ করেছে। গতকাল মাদ্রাসায় দুজন শিক্ষক, তিন/চারজন ছাত্র ও একজন দারোয়ান ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি।

মাদ্রাসার পরিচালক মুহম্মদ ইজহারুল ইসলাম বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন বলে ঐ দুই শিক্ষক জানিয়েছেন। তবে তিনি কোন দেশে রয়েছেন তা জানাননি।

জানা গেছে, এই মাদ্রাসাটির পক্ষ থেকে প্রতিমাসে 'দাওয়াত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক মুফতি গোলাম মাবুদ, সহকারী সম্পাদক মাওলানা নুরুল আবসার ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ মুসা-বিন-ইজহারের নাম ছাপানো আছে। ১০ টাকা মূল্যের এই ম্যাগাজিনটি চার রঙা কভারসহ মুদ্রিত। ম্যাগাজিনটির গত ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যায় কাশ্মিরে মুসলিম নির্যাতনের করুণ চিত্র এবং তালিবান আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু লেখা রয়েছে। সম্পাদকীয়তে 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদকের মনমানসিকতা ও চরিত্র 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট। সরকারের উচিত সময় থাকতে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দেওয়া নতুবা এটা হবে অযথা নিজের জন্য অতিরিক্ত টেনশন টেনে আনা। সম্পাদকীয়তে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয় যে, সবসময় সব শক্তিকে দুর্বল ভাবা উচিত নয়। স্মরণ রাখা দরকার, পশ্চিমা মুনিবদের সন্তুষ্টির জন্য পাকিস্তানের এশীয় নেত্রী বেনজির মাদ্রাসাগুলোর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তিন মাসের মাথায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

চট্টগ্রামের লালখান বাজারে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসার একটি অংশ

পত্রিকাটিতে 'তালিবান' সম্পর্কিত ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ড. সৈয়দ শের আলী শাহ আফগানিস্তান। মূলত তালিবান সম্পর্কে এসব তথ্য দিয়ে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলে। এই পত্রিকার ফতোয়া বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। এসব ফতোয়া প্রদান করেছেন মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইজহারুল ইসলাম।

গতকাল ঢাকা থেকে আসা সিআইডি টিমটি মাদ্রাসার শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানতে পেরেছে তা হলো, এখানে ২২ জন শিক্ষক, সাতজন অফিস স্টাফ এবং ৫০০ জন ছাত্র রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, মাদ্রাসার ২০ একর জমি রয়েছে এবং এক ব্যক্তি আরো ১২ একর জমি দান করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে পাহাড়ি এলাকায় তারা অবৈধভাবে বেশ কিছু জায়গা দখল করে রেখেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

গতকালও এই প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক মাওলানা আবদুল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে গতকাল দুজন শিক্ষক জানান যে, আগামী শনিবার মাদ্রাসা খুলবে। গতকাল সিআইডি টিম ঐ মাদ্রাসার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য কয়েকজন এলাকাবাসীকে নিয়ে যেতে চাইলেও তারা প্রাণের ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চায়নি বলে সূত্র জানায়।